

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

66909 - রোজার হুকমে তাকলফি বা শরয়ি দায়িত্বের প্রকারভেদে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: রোজার হুকমে তাকলফি বা শরয়ি দায়িত্বের প্রকারগুলো কি কি?

প্রয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যাকে কোন ব্যক্তির উপর ইসলামের শরয়ি দায়িত্ব ৫ ভাগে বিভক্ত। (১) ওয়াজবি (অবশ্য পালনীয়) (২) হারাম (অবশ্য পরহিয) (৩) মুস্তাহাব্ব (যা পালন-করা শরয়ে) (৪) মাকরুহ (যা পরহিয করা শরয়ে) (৫) মুবাহ (যা পালন করা বা পরহিয করা উভয়টা সমান)। এই ৫ টি হুকুমে প্রত্যেকেটি রোজার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পাঁচটি হুকুমে প্রত্যেকেটি খুঁটিনাটি আমরা এখানে আলোচনা করতে যাব না। বরং সংক্ষেপে যতটুকু উল্লেখ করা যায় সে চেষ্টা করব। এক: ওয়াজবি (ফরজ) রোজা

(১) রমজানের রোজা

(২) রমজানের কাযা রোজা

(৩) কাফ্ফারার রোজা (ভুলক্রমে হত্যার কাফ্ফারা, জহিরের কাফ্ফারা, রমজানে দিনেরে বেলোয় স্ত্রী সহবাস করার কাফ্ফারা, শপথ ভঙ্গরে কাফ্ফারা)

(৪) মুতামাত্তে হজ্জ আদায়কারীর রোজা; যদি তিনি কীরবানী করার সামর্থ্য না রাখেন। এর দলীল হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার বানী:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ ()

[2] البقرة : 196

“তখন যাকে ব্যক্তি হজ্জের সাথে উমরার সুবিধাও ভোগ করবে, সে (আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশে করবে) যাকে কুরবানী সহজলভ্য হয়।” [২ আল-বাক্বারাহ : ১৯৬]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

(৫) মান্নতরে রোজা

দুই: মুস্তাহাব রোজা

(১) আশূরার রোজা

(২) আরাফার দিনে রোজা

(৩) প্রতীসপ্তাহরে সোম ও বৃহস্পতবিাররে রোজা

(৪) প্রতীমাসে তনিদনি রোজা রাখা

(৫) শাওয়াল মাসে ছয় রোজা

(৬) শাবান মাসরে অধিকাংশ দনি রোজা রাখা

(৭) মুহার্রম মাসে রোজা রাখা

(৮) একদনি রোজা রাখলে, পররে দনি না-রাখা। এটি (নফল) রোজা রাখার সর্ববোত্তম পদ্ধতি।

উপরে উল্লেখিত রোজাগুলোর বধিান হাসান ও সহীহ হাদিসি দ্বারা প্রমাণিত এবং এই ওয়েবসাইটে এগুলোর ব্যাপারে আলোচনা রয়েছে।

তনি: মাকরূহ রোজা

(১) শুধু শুক্রবারে রোজা রাখা। দলীল হচ্ছ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী:

لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده (متفق عليه)

“আপনারা শুক্রবারে রোজা রাখবেন না। শুক্রবারে রোজা রাখতে চাইলে সাথে আগরে দনি অথবা পররে দনিও রোজা রাখবেন।” [সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

(২) শুধু শনিবারে রোজা রাখা। দলীল হচ্ছ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءِ عِنَبَةٍ أَوْ عُودِ شَجَرَةٍ ()

(. رواه الترمذي (744) وحسنه وأبو داود (2421) وابن ماجه (1726) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (960)

“আপনারা ফরজ রোজা ছাড়া শনিবারে কোন রোজা রাখবেন না। এমনকি আপনাদের কটে যদি (খাওয়ার জন্য) আঙুর গাছের বাকল বা গাছের কাণ্ড ছাড়া অন্য কিছু না পায় তা সত্ত্বেও।” [হাদিসটি বর্ণনা করছেন ইমাম তরিমযী (৭৪৪) এবং হাদিসটিকে হাসান আখ্যায়তি করছেন; আবু দাউদ (২৪২১), ইবনে মাজাহ (১৭২৬) এবং আলবানী তাঁর ‘ইরওয়াউল গালীল’ (৯৬০) গ্রন্থে হাদিসটিকে সহীহ আখ্যায়তি করছেন।]

ইমাম তরিমযী বলেন:

“মাকরুহ হওয়ার অর্থ হলো- কোন ব্যক্তির সুনর্দিষ্টভাবে শনিবারে রোজা রাখা। কারণ ইহুদীরা শনিবারকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে।” (সমাপ্ত)

চার: হারাম রোজা

(১) ঈদুল ফতিবর, ঈদুল আযহা ও তাশরীকরে দনিগুলোতে রোজা রাখা। তাশরীক এর দনি হলো- ঈদুল আযহার পরে তনিদনি। (১১, ১২ ও ১৩ জলিহজ্ব)

(২) সন্দহেরে দনি রোজা রাখা

সন্দহেরে দনি: ৩০ শে শাবান; আকাশে মেঘে থাকায় যদি সন্দেশে নতুন চাঁদ দেখা না যায় তবে সন্দহেরে দনি বলা হয়। আর যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে তবে এতে সন্দহেরে কিছু থাকে না।

(৩) হায়জে ও নফিস অবস্থায় রোজা রাখা।

পাঁচ: মুবাহ রোজা

যে রোজা উপরে উল্লেখিত চার প্রকারের কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত নয়। এখানে মুবাহ (বৈধ) হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- যে দিনেরে রোজা রাখার ব্যাপারে সুনর্দিষ্ট কোন আদেশ বা নিষেধ বর্ণনা হয়নি। যমেন মঙ্গল ও বুধবারে রোজা পালন। যদিও সাধারণভাবে যে কোন সময় নফল রোজা রাখা মুস্তাহাব ইবাদত।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ
মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

দখুন: আল-মাওসুআহআল-ফকিবহয়্বাহ (ফকিবহী বশ্বকোষ) (২৮/১০-১৯), আশ-শারহুল- মুমতআহ (৬/৪৫৭-৪৮৩)

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।